OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 665 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 665 - 670
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সাঁওতাল জাতির ‘বাহা পরব’ : প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনার প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

ড. অঞ্জন কর্মকার
সহকারী অধ্যাপক, সাঁওতালি বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Email ID: anjankarmakar2026@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Santal, Nature, Environment, Baha Festival, ceremonies.

Abstract
According to anthropologists The Santal tribe, belonging to the Proto-Australoid branch, is considered one of the oldest indigenous communities. Their socio-cultural, religious, and spiritual life is deeply intertwined with nature, fostering a profound ecological awareness. The Santals hold a deep reverence for nature, perceiving divinity in elements such as water, air, soil, hills, rivers, animals, and other living beings. This reverence is expressed through their cultural practices and rituals, which celebrate and honor the natural world. Among these, the Bahá Festival stands out as a significant nature-centric festival, symbolizing fertility and the symbiotic relationship between society and the environment. The festival reflects the Santal worldview of ecological harmony, emphasizing the interdependence of forests, trees, and humans. Beyond its religious and spiritual importance, Bahá festival embodies traditional perspectives on environmental consciousness and sustainable living. This paper explores the cultural and ecological significance of the Bahá Festival, highlighting its role in promoting environmental awareness and fostering harmony with nature.

Discussion

ভূমিকা : সাঁওতাল সমাজের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান ও পরব পালির মধ্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনায় সমৃদ্ধ একটি পরব হল ‘বাহা’। ‘বাহা’ কথার অর্থ ‘ফুল’। বসন্ত কালে যখন বন-বীথিকার শাখায় শাখায় কচি কিশলয়ের অফুরন্ত উল্লাস ও শাল মহুয়ার ফুল সঙ্গে অশোক-পলাশের রঙীন বিহ্বলতা এবং পশু-পাখিদের গানের তুমুল কোলাহলে লেগে যায় এক আশ্চর্য মাতামাতি ঠিক সেই সময় প্রকৃতি আরাধনার জন্য সাঁওতাল জাতি ‘বাহা’ পরবে নিমগ্ন হয়। বাহা পরবের আচার-অনুষ্ঠান উর্বরতার প্রতীক স্বরূপ। বাহা পরব প্রসঙ্গে ড. সুহৃদ কুমার ভৌমিক বলেছেন –

> “শীতের শেষে যখন নতুন পাতা দেখা যায় তখনই বেরিয়ে আসে ফুলের কুঁড়ি আর সেই ফুলকে অভিনন্দন জানানোর জন্যই বাহা পরব। বহিঃপ্রকৃতি রুপ পরিবর্তনের দ্বারা মানুষের মনকে আদিম যুগ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 665 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> থেকে উদ্বেলিত করে আসছে এই পরবে তা বিদ্ধৃত। আবার অনেকে মনে করেন এই অভিনন্দন কৃতজ্ঞতারই অভিনন্দন। কারন এই ফুল ফলে রূপান্তরিত হবে আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।"[১]

এই পরবের নামকরণ থেকে পরবের ক্রিয়া-কর্ম, আচার অনুষ্ঠান সব কিছুই প্রকৃতি কেন্দ্রীক। তাই এই পরবের মধ্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনার অব্যক্ত রূপচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বাহা পরবের স্তুতি ও সঙ্গীতের মধ্যে প্রতিফলিত হয় প্রকৃতির জীব ও জড় উপাদান গুলির প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তার সাথে 'বোঁঙ্গা' বা অতি প্রাকৃত শক্তিকে তুষ্ট রাখা ও বৃষ্টির আবাহন বাহা নৃত্য-গীতে প্রতিফলিত হয়।

> "সাঁওতালদের ফাল্গুন-চৈত্রে সারহুল বা বাহা (ফুল) উৎসব শুধুমাত্র পুষ্পোৎসব কিংবা বসন্তোৎসব নয়। আমাদের মনে হয়, এই অনুষ্ঠানটি বৃষ্টির আবাহন অনুষ্ঠানও বটে। জাহের থানে (শালকুঞ্জের দেব স্থান) লায়া, পাহান, নায়কে বা পূজারীর মাথায় কুলো ধরে তার ওপর জল ঢালবার একটা অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এটি যে বৃষ্টি নামাবার তুকতাক বা রিচুয়াল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটি Sympathetic magic এর একটি প্রকৃত উদাহরণ। এই পূজার সময় নাচের একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা আছে। বৃষ্টি নামানোর জন্য আদিবাসীদের সম্মিলিত নৃত্যের আশ্রয় নেওয়ার কথা 'জেন হ্যারিসন'-ও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আদিবাসীরা রৌদ্র বা বৃষ্টি চান তখন তারা ভুয়ো দেবতার পায়ে মাথা না কুটে গোষ্ঠী শুদ্ধ সম্মিলিত ভাবে রোদ্র-নৃত্য বা বর্ষা নৃত্যের আয়োজন করে।"[২]

বাহা পরবের মধ্যে যেমন রয়েছে বহিররঙ্গ দর্শন তেমনি রয়েছে অন্তরঙ্গ দর্শন। বসন্তকালে ফুটে ওঠা সৃষ্টির প্রতীক স্বরূপ শাল ও মহুয়ার ফুলকে ঐশিক নিবেদনের পরে, প্রকৃতির উপাদান গুলির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ইঙ্গিত প্রদান করে। ফুলের তাৎপর্য হল সৃষ্টি তথা নব সৃষ্টির জন্যই তার জন্ম। বসন্ত কালে উদযাপিত এই পরবের মধ্যে অনুরোনিত হয় নবসৃষ্টি তথা প্রকৃতির সঙ্গে সুসম্পর্কের প্রতিধ্বনি। বাহা পরবে মানুষ এবং প্রকৃতি যেন মিলেমিশে এক হয়ে যায়, তাই বাহা পরবে প্রকৃতির বন-জঙ্গলের ফুল-ফল, লতা-পাতা, পশু-পাখি প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণী ও জীবকূলের মধ্যে গভীর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার ভাবনাটিও ব্যক্ত হয়।

বিশ্লেষণ : প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনার আলোকে বাহা পরবের তাৎপর্য বিশ্লেষণের পূর্বে বাহা পরব কি? তা একঝলকে দেখে নেওয়া যাক। সাঁওতাল সমাজের একটি অন্যতম ধর্মীয় পরব হল 'বাহা'। এই পরবকে তারা অত্যন্ত পবিত্র পরব বলে মনে করে। এই পরবের পূর্বে তারা নব-পত্র ব্যবহার করে না, ফুলের মধু চুষে খায় না, তবে যদি কেও তা অমান্য করে তাহলে গ্রামের 'নায়কে' (পুরোহিত) তাদের বাড়িতে প্রবেশ করেন না আর তাদের বাড়িতে কোন কিছুই খান না। বাহা উৎসব ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা থেকে ফাল্গুন পূর্ণিমা পর্যন্ত সাঁওতাল সমাজে অনুষ্ঠিত হয়। আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতিতে আনন্দময় সৌহার্দ্যের পরিবেশে সমগ্র গ্রাম জুড়ে এই পরব পালিত হয়।

বাহা পরব তিন দিন ধরে পালিত হয়। প্রথম দিন ছেলেরা গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত 'জাহের থানে' (উপাসনা স্থলে) গিয়ে শাল বৃক্ষের তলায় দুটো ছামড়া বা ছাউনি তৈরী করে চারটি খুঁটি পুতে ছাদনা তলার মতো। একটি 'জাহের এরা' 'মঁড়েকো তুরুইকো' ও 'মারাংবুরু'-র জন্য আর অন্যটি মহুয়া গাছের তলায় 'গঁশায় এরা'-র জন্য। তারপর নায়কে ঐ উপাসনা স্থল গোবর ও জল দিয়ে পরিষ্কার করার পর সকলে মিলে স্নান করে 'নায়কে'র (পুরহিতের) বাড়িতে ফিরে আসে। খাওয়া দাওয়ার পর 'নায়কে' (পুরোহিত) নতুন কুলো, ডালা, তীর-ধনুক, তরবারি, ঝাঁটা, অর্ঘের চুড়ি, গলার হার, ঘন্টা ও পশুর শিং দিয়ে তৈরি ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র শিঙ্গা ধুয়ে পরিষ্কার করার পরে সেগুলিতে মেথি বাটা ও তেল মাখানোর সাথে সাথে নতুন মাটির কলসী ও একলতি সূতোতেও মাখিয়ে দেন। এদিন গ্রামের মহিলারা নিজ নিজ বাড়ি ও উঠোন পরিষ্কার করে। সন্ধ্যা বেলা 'গডেত' (বার্তাবাহক) তিনটি মুরগির বাচ্চা 'নায়কে'র (পুরোহিত) বাড়ি নিয়ে আসেন, সেগুলিকে 'নায়কে সিম' অর্থাৎ 'নায়কের মুরগি' বলা হয়। তারপর সেখানে নাগাড়া ও শিঙ্গার ধ্বনিতে এক শিহরণ জাগানো পরিবেশ তৈরী করা হয় আর সেই সময় তিন জনের উপর দেবতারা ভর করেন। একজন 'জাহের এরা' অন্যজন 'মঁড়েকো তুরুইকো'

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 665 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আর একজন 'মারাংবুরু'। গ্রামের সমস্ত লোক সেখানে উপস্থিত থেকে এই ঘটনা লক্ষ্য করে। সকলের উপস্থিতিতে ঐ তিন জন তিন ধরনের জিনিস ধারণ করেন। 'জাহের এরা' হাতে পরেন চুড়ি, মাথায় নেন ডালা আর এক হাতে ধরেন ঝাড়ু, 'মঁড়েকো-তুরুইকো' তীর ধনুক আর 'মারাংবুরু' 'কৌপি' (টাঙ্গি) নেন। তারপর তারা দৌড়াতে দৌড়াতে পৌঁছান 'জাহের থানে' (উপাসনা স্থলে) আর গ্রামের ছেলেরা তাদের পিছনে ছুটতে ছুটতে সেখানে পৌঁছায়। 'জাহের থানে'র (উপাসনা স্থলের) চারিদিক ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর 'নায়কে'র বাড়িতে ফিরে আসে। নায়কে (পুরোহিত) তাদের থেকে ঐ সমস্ত জিনিস ফেরত নেন। তারপর তাদের হাতে একমুঠো করে চাল দিয়ে ভালো মন্দ খবর জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ বৃষ্টি কেমন হবে? ফসল কেমন হবে? আরো অনেক কিছু, উত্তর পাওয়ার পরে তাদের মুঠো ভর্তি চাল কুলোতে রেখে দেন। তারপর 'নায়কে' (পুরোহিত) প্রথমে 'জাহের এরা', তারপর 'মঁড়েকো-তুরুয়কো' আর সর্বশেষে 'মারাংবুরু' পবিত্র জলে পা ধুয়ে দেওয়ারপর সকলকে মাদুর পেতে বসান। নায়কে তাদেরকে শান্ত করার জন্য বলেন – বেলা হল, ঘোড়া গুলি ক্লন্ত হয়েছে এবার শান্ত হন। সাথে সাথে নাগাড়া ও শিঙ্গা বাজানো হয় এবং ছদ্মবেশী দেবতারা শান্ত হন। রাত্রী বেলা গ্রামের সকলে মিলে নায়কের (পুরহিতের) উঠোনে বাহা গানের সাথে বাহা-নৃত্য-গীত প্রদর্শন করে। রাত্রি বেলা নায়কে মাদুর পেতে শয়ন করেন।

পরেন দিন সকাল বেলা নায়কের স্ত্রী স্নান করার পর চালের গুড়ি তৈরি করেন আর 'গডেত' (বার্তাবাহক) বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটি করে মুরগির বাচ্চা ও সাথে চাল, নুন, হলুদ প্রভৃতি সংগ্রহ করেন।

তারপর 'নায়কে' (পুরোহিত) উপাসনার সামগ্রী যেমন পূজোর ডালায় আতপ চাল, তেল, সিঁদুর, মেথি প্রভৃতি; বড় ঝুড়িতে চুড়ি, ঝাটা, হার; কুলোতে চালের গুঁড়ি আর টাঙ্গী এছাড়াও তীর-ধনুক, শিঙ্গা আর মঙ্গল ঘট নিয়ে একজন আইবুড়ো ছেলের সাথে জাহের থানের দিকে এগিয়ে যান। তাদের পিছনে পিছনে গ্রামের সকলে এগিয়ে যায় জাহের থানের দিকে। সেখানে পৌঁছানোর পরে নায়কে স্নান সেরে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহযোগে গোবর জল দিয়ে পূজোর থান পরিশুদ্ধ করেন। সেখানে পূর্বের দিনের ন্যায় তিনজন দেবতা অর্থাৎ 'জাহের এরা', মঁড়েকো-তুরুয়কো', আর 'মারাংবুরু' রূপে আবার ভর করেন। তিনজন ছদ্মবেশী দেবতারা জঙ্গলের দিকে ছুটে যান। পিছনে পিছনে গ্রামের ছেলেরা দৌঁড়তে দৌঁড়তে যায়। জঙ্গলের মধ্যে যে শাল গাছটি থোকা থোকা শালের ফুলে ভরে থাকে সেই গাছের উদ্দেশ্যে 'মঁড়েকো-তুরুয়কো' তীর নিক্ষেপ করেন আর 'মারাংবুরু' সেই গাছে চড়ে ফুলের ডাল কেটে মাটিতে ফেলেন আর 'জাহের এরা' সেই ফুলগুলো ডালাতে কুড়িয়ে রাখেন। তারপর 'মারাংবুরু' গাছ থেকে নেমে মহুয়া ফুল জাহের থানে নিয়ে যান। সেখানে নায়কে সেই ছদ্মবশী দেবতাদের থেকে ফুল ও অস্ত্র সংগ্রহ করে পূজা স্থলের কাছে বসান আর তাদের সামনে 'নায়কে' শাল ফুল, মহুয়া ফুল অর্ঘ দেওয়ার পরে মুরগির বাচ্চাগুলোর মুন্ডু কেটে উৎসর্গ করেন।

পূজা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সকলে মিলে 'বোঙ্গা সোড়ে' অর্থাৎ খিচুড়ির প্রসাদ শাল পাতায় পরিবেশন করে খায়। তারপর 'নায়ক'কে এক এক করে সকলে প্রণাম করে তখন তিনি শাল ও মহুয়া ফুল দিয়ে মঙ্গল কামনা করেন। এরপর বিকেল বেলা 'জাহের থান' থেকে একদল ছেলে নাগাড়া ও শিঙ্গা বাজিয়ে গ্রামে নিয়ে আসেন। সেই সময় গ্রামের প্রতিটা বাড়িতে পরপর ঘটির জলে নায়কের পা ধুয়ে দেওয়া হয় এবং নায়কে ফুল দিতে দিতে এগিয়ে যান এবং সেই ফুল মেয়েরা আঁচল পেতে নেয়।

বাহা পরবের তৃতীয় দিবস অর্থাৎ শেষের দিন সমগ্র গ্রাম জুড়ে চলতে থাকে 'বাহা দাঃ' অর্থাৎ 'পবিত্র জল' ঢেলে পরস্পরকে সম্মান শ্রদ্ধা এবং ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার।

প্রথাগত পরিবেশ সংরক্ষনে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে সাঁওতালদের বাহা পরব : আধুনিক প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ পদ্ধতি আবিস্কারের পূর্ব থেকে আদিম আদিবাসীরা, নির্দিষ্ট কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষনণের জন্য কিছু নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান সম্বলিত জটিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ব্যাবস্থা পরিচালনা করে আসছে। এই ভাবনা প্রাকৃতিক পরিবেশ সচেতনতা ও সংরক্ষনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 665 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাঁওতাল জাতির মানুষ তাদের ঐতিহ্যগত এবং প্রথাগত জ্ঞান বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত সংগ্রাম করে চলেছে। ঐতিহ্যগত জ্ঞান পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক সংহতির গভীরে প্রথিত। তাদের আদিম জ্ঞান প্রাকৃতিক সম্পদের টেকশই বজায় রাখতে এবং তাদের সংস্কৃতিকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে উন্নতি করার অনুমতি দেয়। আমরা জানি প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতির বর্তমান হার মানব ও প্রানী উভয়েরই বেঁচে থাকার জন্য একটি বড় হুমকি, তাই পরিবেশ বিদরা পরিবেশগত সমস্যা এবং তা সমাধানের জন্য দেশীয় জ্ঞানের উপর গবেষণা করতে আগ্রহ নিয়েছে। সাঁওতাল জাতির মানুষ সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রকৃতি কেন্দ্রীক জীবন অতিবাহিত করে আসছে, তাই প্রকৃতির সঙ্গে তাদের একটি আন্তঃ সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রকৃতির সমস্ত উপাদানের সাথে তারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মীক ও আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ তার প্রতিফলন তাদের উৎসব-অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এখন দেখে নেওয়া যাক বাহা পরবে প্রথাগত প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনা'-র কথা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার কথা।

বাহা পরব সম্পাদন না হওয়ার পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপিত রয়েছে আর এই বিধি-নিষেধের মধ্যে খুব সুন্দর ভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনার চিত্র ফুটে উঠেছে। এই পরব না পেরোনো পর্যন্ত তারা নব পত্র ব্যবহার করে না, এমন কি ছোঁওয়াও নিষিদ্ধ। ফুলের রস চুষে খায় না, মেয়েরা খোঁপায় কোন ফুল গোঁজে না, তাদের বিশ্বাস প্রকৃতির কোন উপাদান সৃষ্টি কর্তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যায় না। তাই বাহা পরবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি বন্দনার পরে তারা সেগুলি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে।

বাহা পরবের সমস্ত উপাদান প্রকৃতি কেন্দ্রিক। জাহের থানের শাল গাছের তলায় গ্রামের নায়কে পূজোর জন্য যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করেন সেগুলি হল চালের গুড়ি, আতপ চাল, দূর্বা ঘাস তাছাড়া শাল, মহুয়া প্রভৃতি ফুল। এই উপাদানগুলি প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা, তার ফলস্বরূপ প্রকৃতির উপাদানগুলির প্রতি তাদের একটি মানবিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তারা সেগুলিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম রক্ষা এবং সংরক্ষন করে আসছে। প্রকৃতিকে রক্ষা করলে মানব জাতি রক্ষা পাবে এই ভাবনায় নিহিত আছে বাহা পরবের মধ্যে।

বাহা পরবের সময় যে লোকসঙ্গীত গাওয়া হয় তাকে সাঁওতালি ভাষায় 'বাহা সেরেঞ' অর্থাৎ বাহা লোকসঙ্গীত বলা হয়। বাহা লোকসঙ্গীতে বিভিন্ন ফুল ও ফলের কথা লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি গাছপালা পরিবেশের অবধারিত অনুসঙ্গ। মানব সভ্যতার নানা উপকরণ সরবরাহের সাথে সাথে গাছপালা জীবকূলের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন সরাবরাহ করে। গাছপালার দ্বারা মানব সভ্যতা নানা ভাবে উপকৃত হয়ে আসছে বলে গাছপালার প্রতি ভালোবাসা আদিমকাল থেকেই, আর এই বৃক্ষপ্রেম তথা পরিবেশ রক্ষার ভাবনা রয়েছে বাহা পরবের ধর্মীয়-আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যা বাহা লোকসঙ্গীতে খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন –

"লুগুবুরু খোদে মাতকম
ঘানটা বাড়ে চাওলে সারজম;
তওয়া লেকা ঞুরুঃকান
দাঁহে লেকা হঁসরঃকান।"[৩]
(বাহা সেরেঞ)

অর্থাৎ :

'লুগুবুরুর খুদে মহুয়া
ঘানটা বাড়ের শাল ফুল;
দুগ্ধের মতো ঝরে পড়ছে
দই এর মতো নেমে আসছে।'
(বাহা লোকসঙ্গীত)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 665 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভরা বসন্তে শাল মহুয়ার শাখা থোকা থোকা ফুলে ভরে ওঠে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় শাল মহুয়ার গাছ থেকে প্রস্ফুটিত ফুল দুগ্ধের মতোই ঝরে পড়ে, দই এর মতোই নেমে আসে ধরিত্রীতে। এভাবে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে এই লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে।

পরিবেশ রক্ষায় উদ্ভিদের ভূমিকা অপরিসীম কারন উদ্ভিদকূল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে গ্রীনহাউস এফেক্টের মাত্রা কমায় ও পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখে। উদ্ভিদ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, মাটির ক্ষয়রোধ, শব্দ দূষণ হ্রাস, এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাছাড়া বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে যা প্রানীকূলের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। বাহা পরব ও বাহা লোকসঙ্গীতে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও পশুপাখির প্রসঙ্গ সাঁওতালদের প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভোক্তি ও অন্তঃরঙ্গ সম্পর্কের ইঙ্গিত প্রদান করে –

“হেসাঃ মা চটেরে হা গোঁসায়!
তুদে দয় রাঃ লেৎ,
বাড়ে মা লাড়ে রে জা গোঁসায়!
গোত্ররোৎ দয় সাঁহেৎ লেৎ।

দেশ চং আঁচুরেন জা গোঁসায়!
তুদে দয় রাঃ লেৎ,
দিশোম চং বিহুরেন, জা গোঁসায়
গোতরোৎ দয় সাঁহেৎ লেৎ।

আঁজম মেসে নায়কে এরা
জা গোঁসায় তুদে দয় রাঃ লেৎ,
আতেন মেসে নায়কে এরা
জা গোঁসায় গোতরোৎ দয় সাঁহেৎ লেৎ।

আঁজমতেহঞ আঁজম কেদা
জা গোঁসায় তুদে দয় রাঃ লেৎ
আতেনতেহঞ আতেন কেদা
জা গোঁসায় গোতরোৎ দয় সাঁহেৎ লেৎ।”[৪]
(বাহা সেরেঞ)

অর্থাৎ :

‘অশ্বথ বৃক্ষের চূড়ায় হে প্রভূ
কাঠঠোকরা গান গেয়েছিল;
বট বৃক্ষের কোটরে হে প্রভূ
পশুশাবক স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ছিল।

পৃথিবী আবর্তন হল হে প্রভু
কাঠঠোকরা গান গেয়েছিল ;
পৃথিবী পরিক্রমন হল হে প্রভু

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 665 - 670
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পশুশাবক স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ছিল।

সোনো শোনো ওগো নায়কে-মাতা
কাঠঠোকরা গান গেয়েছিল;
সোনো শোনো ওগো নায়কে-মাতা
পশুশাবক স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ছিল।

শুনেছি শুনেছি আমি
হে প্রভু কাঠঠোকরা গান গেয়েছিল
শুনেছি শুনেছি আমি
পশুশাবক স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ছিল।'
(বাহা লোকসঙ্গীত)

এই বাহা লোকসঙ্গীতটিতে প্রকৃতির এক আপার রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। বসন্ত কালের শুভারম্ভে প্রকৃতির বদলে যাওয়া রূপের মাঝে পশু পাখি ও জীবজন্তুদের আচার আচরণ পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমনের ইঙ্গিত খুব সহজ সরল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে এই লোকসঙ্গীতটি বিজ্ঞান চেতনা, ভৌগলিক চেতনা, আধ্যাত্মিক চেতনা ও পরিবেশ ভাবনায় পরিপূর্ণ।

উপসংহার : সাঁওতাল জাতির মানুষ প্রকৃতিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে, তাই প্রকৃতির সমস্ত উপাদানগুলিকে তারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য উপাদান রূপে অতি যত্নে লালন পালন করে আসছে। বাহা পরবের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনার কথা। বাহা পরবের ছত্রে ছত্রে পরিবেশগত বোঝাপড়া ও পরিবেশ বান্ধব ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় যা তাদের পরিবেশগত জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে। এই পরব প্রকৃতির উর্বরতার আন্তঃসম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা প্রকৃতির সঙ্গে একে অপরের সাথে জড়িত বলে মনে করে, প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনকে অগ্রাধিকার দেয়।

এই পরব প্রাচীন বন রক্ষা এবং উদ্ভিদ কূলের লালন পালন তথা প্রকৃতি এবং মানবতার বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে। বাহা পরব পরিবেশের সঙ্গে মানব সমাজের পারস্পরিক নির্ভরতার ইঙ্গিত প্রদান করে। 'বোঁগাবুরু' তথা অতিপ্রাকৃত শক্তির আরাধনার মধ্য দিয়ে বৃষ্টি পাতের পূর্বাভাস পাওয়ার আচার-অনুষ্ঠান কৃষি এবং গ্রামীন জীবনে বনের তাৎপর্যকে তুলে ধরে। সর্বোপরি বলা যায় প্রকৃতি ও পরিবেশের এই সংকট কালে বাহা পরব আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

Reference:

১. ভৌমিক, ড. সুহৃদ কুমার, সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন; সাহিত্য আকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃ. ৩৯
২. মাহাত, ড. বঙ্কিমচন্দ্র, ঝাড়খন্ডের লোকভাবনা; কথাশিল্প, শ্যামচরন দে স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, পৃ. ৫
৩. মুরমু, বাবুলাল, বাহা বঁঙ্গা, মার্শাল বাম্বের, আদিবাসি মার্কেট, স্টল নাম্বার – ১১, ঝাড়গ্রাম, প্রকাশ ২০১২, পৃ. ১৫৫
৪. সাক্ষাৎকার : সরেন, কবীন্দ্র, বয়স ৪১, হিড়বাঁধ, তেঁতুল ডাঙ্গা, বাঁকুড়া, তারিখ – ২০/০৪/২০২৩